একাত্মতার পরবর্তী যাত্রা

যখন জল ভুলে যায় যে সে হাইড্রোজেন ছিল

বার্তা

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৫,

পূজ্য দাজীর

৭০তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে, কানহা শান্তি বনম

একাত্মতার পরবর্তী যাত্রা-

যখন জল ভুলে যায় যে সে হাইড্রোজেন ছিল

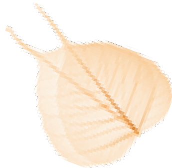

প্রিয়জনেরা,

বেশিরভাগ মানুষ মনে করে মুক্তি অথবা নির্বাণ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম পর্যায় | এই অবস্থা লোভ, ঘৃণা,ঔদ্ধত্য এবং অজ্ঞতার আগুনকে নির্বাপিত করে।এখানেই যন্ত্রণা ও মৃত্যুর চক্রের পরিসমাপ্তি। এটাই মুক্তির চরম অবস্থা।

তখন কবীর সাহেবের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় ,আমরা তখনই একাত্মতার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বুঝতে শুরু করব যখন আমাদের অহংকার পশ্চাদপসরণ করতে শিখবে। কবীর একে খুব সহজভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন এই একাত্মতার অবস্থা বৃষ্টির ফোঁটা সমুদ্রে পরার সমতুল্য। কোন বিন্দুই অবশিষ্ট থাকেনা এটা বর্ণনা করার জন্য যে কেমন করে তারা সমুদ্র হয়ে গেল।

বাবুজীর আশ্চর্য জনক উক্তি "যখন তুমি একাত্ম হবে,তখন তোমাকে শিক্ষানবিস বলা যেতে পারে।", আমরা যা ভেবেছিলাম সব উল্টো হয়ে গেল। যাকে আমরা পথের শেষ ভেবেছিলাম সেটাই আমাদের প্রকৃত যাত্রার শুভারম্ভের জন্য প্রস্তুত করে।

এটাকে এ ভাবে বলা যায়, একজন সঙ্গীতজ্ঞ বছরের পর বছর ধরে শেখে কিভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে হয়, তখনই সে সত্যিকারের সুরসৃষ্টি শুরু করে যখন সে একে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে পারে।কৌশল প্রকৃত অভিব্যক্তির পথ দেখায়।

এখন প্রশ্ন হল: সেটা কি যা সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের মেলবন্ধন অতিক্রম করে যায়? সেই নীরবতা যেখান থেকে সব সুর আসে এবং সেখানেই বিলীন হয়ে যায়। সেটা কেবল শূন্য নীরবতা নয় বরং সেটা পূর্ণ সকলসম্ভাব্য সুরের সমন্বয়ে।সুরসৃষ্টিকার জানেন সবচেয়ে শক্তিশালী সুর বাজানো যায় দুটি স্বরের মাঝখানে।

এখন সেই একাত্মতার ভিতরে এবং তাকে অতিক্রম করলে কি ঘটে দেখা যাক।

“যখন তুমি একাত্ম হবে,তখন তোমাকে শিক্ষানবিস বলা যেতে পারে।”

- বাবুজী

প্রথমে আমাদের জানতে হবে কে এই অবস্থা চাইছে এবং কে অবশিষ্ট আছে এটা জানার জন্য যে সন্ধান শেষ হয়েছে ? বিন্দুর দাবী "আমি সাগর হয়ে গেছি " এটাই প্রতিপন্ন করে একাত্ম হওয়া এখনও হয়নি। প্রকৃত একাত্মতায় কোন "আমি" অবশিষ্ট থাকেনা দাবী করার জন্য, এবং কোন সত্তা অবশিষ্ট থাকে না আলাদা ভাবে দেখার মত। সেই জলবিন্দু বলতে পারেনা "আমি এখন সমুদ্র " কারন সেই “আমি” যে এটা বলবে ,সে আর নেই। আমরা এটাকে মৃত্যু মনে করব না; এটা একটা বৃহৎ পরিবর্তন। এমন কি মৃত্যুও অনন্ত জীবনের দিকে চালিত করতে পারে।

এক মুহূর্ত এইভাবে চিন্তা করুন: যে জলবিন্দুটি প্রশ্ন করেছিল" কে এইসমুদ্রের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছে?"সে আর সেখানে নেই। এটা যেন সেই প্রশ্ন যখন মোমবাতির শিখা দাবানলের সাথে যুক্ত হল তখন সে কি ভাবছিল? প্রশ্ন টি অনুমান করে নেয় চিন্তা করার জন্য সে বেঁচে নেই।

এই গূঢ় তথ্য প্রকৃতি আমাদের সামনে খুব সাধারণ জিনিসের মাধ্যমেউপস্থাপিত করে। হাইড্রোজেনকেই ধরুন,এটা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে,এটা ভয়ংকর এবং আগুন ধরানোর জন্য প্রস্তুত। অক্সিজেন সবসময় আগুন কে বাড়তে দেয় এবং তা শীঘ্র জ্বালিয়ে দেয়। তাদের দ্বারা বিপদ আসে। কিন্তু যখন তারা সঠিক ভাবে মিলিত হয় তখন কি হয়? জল! যা সবকিছুকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে,এবং যা সমস্ত জীবনের ভিত্তি।

এখন শুনুন, হাইড্রোজেনের কি হল? অক্সিজেনই বা কোথায়? তারা ধ্বংস হয়ে যায়নি,তারা এমন কিছুতে পরিবর্তিত হয়েছে যা তারা নিজেরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। হাইড্রোজেন বলতে পারেনা"এখন আমি জল" কারণ এই দাবী করার মত এর মধ্যে হাইড্রোজেনের যথার্থ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। একটা নতুন বাস্তব সত্যের উন্মেষ ঘটেছে যা এই দুইটির নিজস্ব উপাদানের থেকে আলাদা এবং ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে।

এবং দেখুন কিরকম বিস্ময়কর কান্ড সোডিয়াম এবং ক্লোরিন ঘটাতে পারে! ক্লোরিন একটি বিষাক্ত গ্যাস যা যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয় এবং সোডিয়াম জলের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু তারা যখন একত্রে মেশে, সাধারণ লবন তৈরি করে যা আমাদের শরীরের কোষের জন্য প্রয়োজন। প্রাণনাশক হয়ে উঠল প্রয়োজনীয় এবং বিষ হয়ে উঠল নিরাপদ।

নদীর সমুদ্রের সাথে মিলিত হওয়া,বৃষ্টিকণার সমুদ্রে পতিত হওয়া এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একত্রিত হওয়া সবরকম ভাবে বলছে একসাথে হওয়ার উদ্দেশ্যের কথা। এটা দেখাচ্ছে যে একাত্মতা দুটি জিনিসকে একসাথে রাখা নয়; এটা নতুন অর্থপূর্ণ কিছু তৈরি করা। নতুন কিছু পাওয়ার জন্য

পুরোনো পরিচয় ত্যাগ করা যাতে প্রত্যেকে একে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

- **মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলা-** ।এটা একটি বিষয় অন্যবিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কিত নয়।এটা দুই সংযোজিত সত্তা নতুন কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে। এটাসম্বন্ধে চিন্তা করুন, যে কোন কিছু ত্যাগ করে আপনি নিজেকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করছেন।
- **একটা অবস্থার পরিবর্তন শুধুমাত্র সংমিশ্রণ নয়-** সাধারণ একত্রিকরণ দুটো রঙের মিশ্রণে অন্য একটি রঙ তৈরি হওয়ার মত। অপরপক্ষে রূপান্তরণের একাত্মতা হল দুটি জিনিস একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিস তৈরি করল,যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রিত হয়ে জলে পরিণত হল,তারা শুধুমাত্র মিশে যায়নি তারা পরিবর্তিত হয়েছে।
- **আশাতীত ফলাফল-** এই রূপান্তরিত সত্তা যে কাজ গুলি করতেপারে তা মূল সত্তা গুলির কোনটাই সেগুলি নিজে করতে পারে না। এই নতুন সত্তার একটা নতুন সামর্থ্য আছে, একটা নতুন মন আছে বা একটা নতুন লক্ষ্য যেটা এই একাত্মতার আগে কখনও ছিলনা।

যখন বাবুজী বলেছিলেন একাত্মতা শুধুমাত্র শুভারম্ভ, অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন "মাষ্টার, এক হয়ে যাওয়া যদি শেষ না হয় তবে এর পরে কি আছে?"

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখেছি তা হল এই:

প্রথমে আসে একাত্মতা, এটা যেন সাগর উন্মুক্ত বাহু প্রসারিত করে নদীকে স্বাগত জানাচ্ছে।যদিও এটা খুব ক্ষীণ তবুও নদীর একটা অস্পষ্ট সত্তার স্মৃতি থেকেই যায়। ধরে নেওয়া যাক্ নদীর এই গতি নির্দিষ্ট লোকে পৌঁছে গেছে।সালোক্যতা।

অপরপক্ষে রূপান্তরণের একাত্মতা হল দুটি জিনিস একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিস তৈরি করল,যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রিত হয়ে জলে পরিণত হল,তারা শুধুমাত্র মিশে যায়নি তারা পরিবর্তিত হয়েছে।

তারপর, আমরা যত পরিণত হই , ততই আমরা অভিন্ন হয়ে উঠি ।এমনকি সেই ভিন্নতার স্মৃতিও অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সোডিয়াম তখন আর নিজের সত্তাকে মনে করতে পারছে না। সে তখন লবন হয়ে গেছে এবং এটা তখন তার সেই বিস্ফোরক প্রকৃতিতে আর ফিরে যেতে চাইছে না।

নিবিড় সঙ্গতি বা অভিন্নতার জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। এই স্থানে বা বিন্দুতে এসে আমাদের ব্যক্তিগত 'ইচ্ছা' দুরীভূত হয় এবং সেখানে এমন একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকে যে দিব্য ইচ্ছা অবাধে শিরা উপশিরার মাধ্যমে এমন ভাবে বাহিত হতে থাকে যে এই প্রবাহের সচেতনতাও থাকে না। এটা কাউকে দূরে সরিয়ে দেয় না, আকাশের মত সব কিছুকে ধরে রাখে।

এটা এর থেকেও অনেক বেশি--আঃ, কোন শব্দ এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।জল কেমন করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে বলবে জীবনের যত্ন নেওয়ার অর্থ কি? কেমন করে লবন সোডিয়াম ও ক্লোরিনকে বলবে খাবার টাটকা থাকলে এবং রক্তের সুক্ষ্ম সামঞ্জস্য বজায় থাকলে কতটা ভাল থাকা যায়?

পাশ্চাত্য দর্শন বলে "শূন্যতা" একটা ভীতিকর অনস্তিত্বতা। কিন্তু আমরা একে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল বলে জানি। যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশে "জল" তৈরি হয় তখন কি তারা অনস্তিত্বে পরিণত হয়? তারা সম্পূর্ণ বাস্তুসংস্থানকে

সাহায্য করে। এইভাবেই একাত্মতার পরে অহংকারশূন্যতা অনুভূত হয়: এটা শূন্যতা নয়,এটা এতটাই পূর্ণ যে একে ঘোষণা করার দরকার হয় না|

একজন অনুভবকারী সত্তা যে এই একাত্মতা অতিক্রম করেছে সে কখনোই বলে বেড়াবেনা "আমি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছি"। জল কখনই বলবে না "আমি H_2O"। সে শুধু বয়ে চলে, আহারদান করে, পরিশ্রুত করে এবং সহযোগিতা করে; এর অস্তিত্বের মৌলিকতাই তার ঘোষণা বা বিবৃতি।

এবার এখানেও কিছু চিন্তা করার আছে - লক্ষ্য সাগর হয়ে যাওয়া নয়, আসল কথা হল এটা বোঝা যে আপনি কখনই জলবিন্দু ছিলেন না। আপনি সব সময়ই সমুদ্র ছিলেন যে ভাবত সে জলবিন্দু। কিন্তু এই জ্ঞানই শেষ নয়; এ হল প্রকৃত কাজের শুভারম্ভ।

আপনাকে শিখতে হবে কেমন করে সচেতন ভাবে নিজে আবার জলবিন্দু হওয়ার স্বপ্ন দেখবেন যখন জেনে গেছেন আপনিই সমুদ্র। এই সময়, অজ্ঞতার কারণে আপনি এটা করছেন না, সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে করছেন। এই

একজন অনুভবকারী সত্তা যে এই একাত্মতা অতিক্রম করেছে সে কখনোই বলে বেড়াবেনা "আমি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছি"। জল কখনই বলবে না "আমি H20"। সে শুধু বয়ে চলে, আহারদান করে, পরিশ্রুত করে এবং সহযোগিতা করে; এর অস্তিত্বের মৌলিকতাই তার ঘোষণা বা বিবৃতি।

ক্ষমতার জন্যই এক মুক্ত আত্মা একজন বদ্ধ আত্মার থেকে পৃথক; একজন মানুষ সে যা দেখছে তাই বিশ্বাস করে, সেখানে আরেক জন তার উদ্দেশ্য

অনুযায়ী আচরণ করে, আবার আরেক জন স্বপ্ন দেখে। "আমি যখন কথা বলি, তখন সবসময় আশ্চর্য হই এই ভেবে যে কে কথা বলছে ? লালাজী, আমি না অন্য কেউ?" বাবুজী বলেন, এই সব কিছুতে একটা বিষয় নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে "আমিত্ব বোধ " আর নেই।

কেউ হয়ত ভাবছে, "এগুলো খুব ভাল ধারণা,কিন্তু আমাকে এখনও প্রত্যেক সকালে ট্রাফিক জ্যাম এবং নানা দৈনন্দিন অসুবিধায় পরতে হয়"। এটাই আসল কথা , সাগরকে জানতে হবে জলবিন্দু হিসাবে অসীমের সংস্পর্শে থেকেও, সচেতন ভাবে দেহধারণের সীমাবদ্ধতায় নিজেকে কিভাবে অনুভব করতে হয়।

"কিন্তু দাজী" আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন "বাস্তব জীবনে আমরা এটা কিভাবে করব?"

জলের মত হও। জল কখনও ভাবে না কাকে সাহায্য করবে।সে কখনও বলে না আমি স্বর্ণ নির্মিত পথ দিয়েই প্রবাহিত হব। এটা একই থাকে এবং নিজেকে প্রত্যেক পাত্রের উপযুক্ত করে তোলে। যখন গরম হয়, কোনরকম সমস্যা ছাড়াই সে বাষ্পে পরিণত হয়। যখন ঠান্ডার সংস্পর্শে আসে অতি সহজেই বরফে পরিণত হয়।কিন্তু সব পরিবর্তনের মধ্যেও সে নিজের প্রকৃত সত্তাকে ভোলে না-- এটাই জীবনকে চলমান রাখার উপায়।

লক্ষ্য সাগর হয়ে যাওয়া নয়, আসল কথা হল এটা বোঝা যে আপনি কখনই জলবিন্দু ছিলেন না। আপনি সব সময়ই সমুদ্র ছিলেন যে ভাবত সে জলবিন্দু। কিন্তু এই জ্ঞানই শেষ নয়; এ হল প্রকৃত কাজের শুভারম্ভ।

সবসময় মনে রাখতে সোডিয়াম আমাদের কি শিখিয়েছে, এমনকি জল যা আমাদের জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেও খারাপ হতে পারে যখন সে ভুল উপাদানের সংস্পর্শে আসে। আধ্যাত্মিক যাত্রায় জলের মত নমনীয়তা এবং আমাদের পরিবর্তনে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে চিনতে পারার জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন। এই নীতি বিবাহের বিষয়েও প্রযোজ্য।কল্পনা করুন ,সোডিয়াম ক্লোরিনের পরিবর্তে জলের সংস্পর্শে এল--বিস্ফোরণ!

একাত্মতার পর কি হয়? একই জিনিস, যা জলকে অতিক্রম করে, অনেক কিছুই যা সে হয়ে ওঠে এবং যা সে করে। বরফের ভাস্কর্য , যার সৌন্দর্য অভিভূত করে, বাষ্প , অতিকায় ইঞ্জিনকে শক্তি জোগায়, মেঘশুষ্ক , ভুখন্ডে বৃষ্টি আনে, নদীর বাঁকে বড় বড় গিরিখাত এবং শিশিরবিন্দু সম্পূর্ন সূর্যকে প্রতিবিম্বিত করে।

জলের মত হও। জল কখনও ভাবে না কাকে সাহায্য করবে।সে কখনও বলে না আমি স্বর্ণ নির্মিত পথ দিয়েই প্রবাহিত হব। এটা একই থাকে এবং নিজেকে প্রত্যেক পাত্রের উপযুক্ত করে তোলে।

আধ্যাত্মিক যাত্রায় জলের মত নমনীয়তা এবং আমাদের পরিবর্তনে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে চিনতে পারার জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন।

একাত্মতার পর মহাকাশে অনেক কিছুই ঘটে। এটা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের আগে, তারা চিরকাল পৃথিবীর সব জল তৈরি করতে পারে এবং করবেও। ঐকতান শুরু করতে হবে, সবরকম সম্ভাব্য সুরই এর মধ্যেই আছে।

যখন দুই শূন্য মিলিত হয় তখন কি হয়? যৌক্তিক উত্তর হল কিছুই থাকে না। কিন্তু এই কিছুই না 'শূন্য ' নয়। অসীমের গাণিতিক ধারণা দাবি করে অসীমের যোগফল, এবং সেখানে অসীম অসীমই থেকে যায়, সেখানে সেটার ফলাফল হয় "দুইটি অসীম"

যখন গাণিতিকরা আবিষ্কার করলেন যে অনেক আকারের অসীম আছে, তখন তারা এই আধ্যাত্মিক সত্যকে স্পর্শ করলেন।সেখানে শুধুমাত্র একাত্মতার পরেই অসীম নয়,অসীমেরও অসীম আছে।প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন, একে অপরকে ধারণ করে আছে। এইজন্য একাত্মতার যাত্রা কখনও শেষ হয়না।

আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল: জলবিন্দু সমুদ্র হয়ে যায় না,সে জানতে পারে সে সর্বদাই সমুদ্র ছিল। কিন্তু এই আবিষ্কার অনন্তরূপী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে প্রথম দিনের শিক্ষা। এর পরে কি আছে?

যদি কেউ এর পরে এবং আরও পরে যান তাহলে তিনি বলবেন , নিঃশব্দতার স্বর শব্দের থেকে জোরালো। সেই সত্তা সেখানে প্রচারের থেকে শেখায় বেশি, এবং সেই মহান শক্তির প্রকৃত পক্ষে কোন শক্তি নেই, শুধুমাত্র প্রেম, যা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের চিরন্তন ক্রীড়া, একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া আবার জীবনে ফিরে আসা, যে ভাবে জীবন চলছে।

এটাই হল কোন কিছুকে ভেঙে ফেলার যাদু। এটাই পথ যা পথে অতিক্রম করে নিয়ে যায়। এই জন্যই আমি শুধু হাসি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "একাত্মতার পরে কি ঘটে?" আপনাকে কিছুই বলার প্রয়োজন নেই, আপনাকে স্বয়ং এর উত্তর হতে হবে।

এবং যখন তাই হবে তখনই বুঝতে পারবেন মাষ্টারেরা কেন কিছু বলেন না।তারা শুধুমাত্র এক গ্লাস জল আপনার হাতে দিয়ে অপেক্ষা করেন এর মহত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য। যখন আপনি গ্লাসটা হাতে ধরলেন ভাবুন কিভাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অন্য কিছুতে পরিণত হল। আপনিই সমুদ্র, আপনি বিস্মিত হচ্ছেন,

সেখানে শুধুমাত্র একাত্মতার পরেই অসীম নয়,অসীমেরও অসীম আছে।প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন, একে অপরকে ধারণ করে আছে। এইজন্য একাত্মতার যাত্রা কখনও শেষ হয়না।

এটা কত পরিষ্কার! আপনিই দিব্য, ধীর ধীরে আপনি জেগে উঠছেন নিজস্ব নিয়মে।

এবং এই মনে করায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটে: সাধারণ মানুষ পবিত্র হয়ে যায়,সে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হয়ে যায় না বরং এটা দেখে যে সবকিছুই আগের মত আছে।

সেই পরম নিস্তব্ধতা,যা সবরকম একাত্মতার উর্দ্ধে, তিনি আমাদের সেই প্রজ্ঞা দিন যাতে আমরা সঠিক পথে থাকি।

মহান মাষ্টারের কাছে প্রার্থনার সাথে,
কমলেশ

Notes